গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সমবায় আন্দোলনের মুখপত্র

সমবায়

মে ২০১৯ সংখ্যা

সফল নেতা হিসেবে শেখ হাসিনা যেমন বাংলাদেশে অপরিহার্য তেমনি এ দেশের অগ্রযাত্রাও অবধারিত

সমবায়ের উদ্যোগে ঢাকা ক্রেডিটের হাসপাতাল প্রকল্প : উপকারভোগী হবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষ

রাফায়েল পালমা

নানা কারণেই নগর জীবনের পরিবারগুলোর আকার ছোট। তিন থেকে চার সদস্যবিশিষ্ট। ঢাকায় বসবাসরত এমনই একটি পরিবারের ঘটনা। দম্পতির একমাত্র মেয়ে। মেয়ের বয়স পাঁচ কী ছয় হবে। সপ্তাহ ধরে ঘনঘন জ্বর আসাতে বাবা-মা উদ্বিগ্ন। বাবা-মা দুজনই কর্মজীবী। বাবা অফিস ছুটি নিয়ে মেয়েকে নিয়ে প্রথমে বাসার কাছে এক হাসপাতালে গেলেন। আউটডোরের ডাক্তার মেয়েকে দেখে একাধিক ইনজেকশনসহ বেশ কয়েকটি টেস্ট লিখে দিলেন। টেস্ট করিয়ে আবার দেখা করতে বললেন ডাক্তার।

বাবা সেই ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র ও ট্রিটমেন্টের ধরন দেখে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। মেয়েকে নিয়ে আরো উন্নত হাসপাতাল যেখানে সব সম্পদশালী বড়লোকেরা যান, সেই হাসপাতালে গেলেন। বিদেশের বড় ডিগ্রিধারী ডাক্তার। সব শুনে মেয়েকে দেখে আরো বড় বড় জটিল টেস্টের জন্য রেফার করলেন। বাবা তাতেও তৃপ্তি পেলেন না।

মনের অতৃপ্তিতে সেই হাসপাতাল থেকে মধ্যম স্ট্যান্ডার্ডয়ের আরেক হাপাতালে নিয়ে গেলেন মেয়েকে। সেই হাসপাতালের ডাক্তার বিস্তারিত জেনে নানাভাবে পরখ করে মেয়ের গলার ভিতরে (একটু গভীরে) সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করলেন যে, একটি প্রদাহের কারণে ওর জ্বর আসছে। এই ডাক্তার কোনো প্রকার টেস্ট না দিয়ে একটি মাত্র লিকুইড ঔষধ লিখে দিয়ে পাঁচদিন নিয়ম মতো সেবন করার পরামর্শ দিলেন এবং ভিজিটিং কার্ড দিয়ে প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে বললেন। এবার সকলকিছু বিবেচনায় বাবা খুশি হলেন। ব্যবস্থাপত্র নিয়ে ফার্মেসী থেকে ঔষধ কিনে বাড়ি ফিরলেন।

বাড়ি ফিরে তাড়াতাড়ি নির্দিষ্ট সময় ধরে ঔষধ সেবন করাতে লাগলেন। দুদিনের মধ্যেই মেয়ে সুস্থ হয়ে উঠল। বিষয়টি এমন যে, যেন বাবাও একজন ডাক্তার। কারণ, বাবা একটি অফিসের এক্সিকিউটিভ। তার জ্ঞান-প্রজ্ঞার কারণে উনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ডাক্তার মনে হয় সঠিক ব্যবস্থা নিতে পারছেন না। সেই আলোকেই পর পর ডাক্তার বদল করে তৃতীয় ডাক্তারের কাছে গিয়ে তৃপ্তি পেয়েছিলেন বিধায় তার কথামতো ব্যবস্থা নিলেন। মেয়েও সুস্থ হয়ে আবার স্বাভাবিক জীবনে চলে আসে। যথারীতি স্কুলে যেতে আরম্ভ করে।

এটি নগর জীবনের একটি সাধারণ চিত্র। এর চেয়েও আরো বিপদজনক-ভয়াবহ উদাহরণ রয়েছে। যেসব কারণে অনেক শিশুর মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে। ডাক্তার ও হাসপাতালে দায়িত্বরত কর্মীদের ভুলের কারণে ভুক্তভোগীরা মামলা-মোকাদ্দমা না করে 'বিধাতার দেওয়া আবার তাঁরই নেওয়া' মনে করেছে সবাই। অনেক ক্ষেত্রেই ভাল চিকিৎসার কারণে গর্ভবতী মা তার সন্তানকে হারিয়েছে; নবজাতক শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েই হারিয়েছে তার মাকে। সঠিক পরিসংখ্যান জানা না থাকলেও এমন এতিম শিশুর সংখ্যা বাংলাদেশে নেহায়েত কম নয়। শিশুহারা মায়ের সংখ্যাও কম নয়।

এদেশে চিকিৎসা সেবা নিয়ে সচেতন মহলের আপত্তির শেষ নেই। যাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা আছে, তারা প্রতিবেশী দেশ ভারতে যাচ্ছে ভাল চিকিৎসার জন্য। আবার ফি বেশি নিলেও বাংলাদেশের যেসব নামিদামি হাসপাতালে ভারতের অভিজ্ঞ ডাক্তার ভিজিটিংয়ে আসেন, তাদের ট্রিটমেন্ট নিচ্ছে অনেকেই।

বাংলাদেশের অনেক ক্লিনিকে ভূয়া

সার্টিফিকেটধারী ডাক্তারের অভাব নেই। এমন সব বিষয়ের ওপর অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করতে গিয়ে সাংবাদিক লাঞ্ছিত হওয়ার খবরও কম মিলবে না আমাদের দেশে।

যারা বিত্তবান, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নানা নিরাপত্তাহীনতার কারণে তারা তো এদেশে চিকিৎসা করায় না। তারা চিকিৎসাসেবা নেয় হয় সিঙ্গাপুরে না-হয় ব্যাংককে বা ইউরোপের কোনো উন্নত দেশে। কিন্তু সাধারণ মানুষের তো এতো খরচ করার ক্ষমতা নেই। বাধ্য হয়েই এদেশের হাসপাতালেই নিতে হয় তাদের চিকিৎসাসেবা; এতে শিকার হয় নানা অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনার।

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে অন্যান্য বৈষয়িক উন্নয়নে বাংলাদেশ এখন এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে বর্ধিত হচ্ছে না মানুষের প্রতি মানুষের দরদ, মমতা ও সেবার দায়বদ্ধতা। তা-ই যদি হতো, তবে আমাদের সমাজে গুণগত পরিবর্তন হতো অনেক বেশি, প্রতিটি স্তরে।

যদিও ঢাকা শহরে উদ্বাস্তুর অভাব নেই, মোটাদাগে বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সব্জি উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে তৃতীয়, ধান উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ, মাছ উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ, আলু উৎপাদনে বিশ্বে সপ্তম, আম উৎপাদনে বিশ্বে সপ্তম, পেয়ারা উৎপাদনে বিশ্বে অষ্টম, খাদ্যশস্য উৎপাদনে বিশ্বে দশম, ফলমূল উৎপাদনে বিশ্বে আটাশতম। কৃষিবিদ ও বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণার ফলে এসব সম্ভব হয়েছে।

বর্তমানে ভেজালমুক্ত খাদ্য ও ঔষধ পাওয়া প্রায়ই বড় সংকট। মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ হরহামেশাই মিলে দেশের নানা ঔষধের দোকানে। মাছ ও সবজিতে ফরমালিনসহ নানা ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদানের ভয়ে সর্বদাই মানুষ থাকে তটস্থ। যুগের চাহিদার সঙ্গে মানসম্পন্ন নিরাপদ খাদ্যের, ঔষধের ও স্বাস্থ্যসেবার তাগিদ বেড়েছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সকল মানুষ মানসম্মত সেবাই গ্রহণ করতে চায়। মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো মানসম্মতভাবে পেতে চায়। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসাসেবা ও আশ্রয়স্থল চায় ভালমানের।

এখন প্রশ্ন হলো, ঢাকা ক্রেডিট সমিতির হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন কেন? এ প্রশ্নটি সমিতির সাথে সংশ্লিষ্ট বা অন্যান্য স্টেকহোল্ডারের। ঢাকা ক্রেডিট একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান। একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। বৈধ সদস্যদের ঋণ দেওয়া-নেওয়ার প্রতিষ্ঠান। পুরান ঢাকার লক্ষীবাজার চার্চে ফাদার চার্লস জে ইয়াং কর্তৃক ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ঐতিহ্যগত সমিতির ঋণ দেওয়া-নেওয়ার পাশাপাশি সঞ্চয় হিসাবের মাধ্যমে অনেকটা (সন্ধ্যাকালীন) ব্যাংকের মতোই কাজ করে সদস্যদের জন্য।

তেষট্টি বছর আগে শুরু হওয়া এই সমিতির প্রাথমিক পর্যায়ে ঋণ দেওয়া ও প্রতি মাসে তার কিস্তি নেওয়াই ছিল প্রধান কাজ। সমিতি পরিচালনার জন্য ছিল গুটিকতক কর্মকর্তাসহ কিছু উপদেষ্টা। পর্যায়ক্রমে গতানুগতিক ঋণ দেওয়া ও কিস্তি নেওয়ার পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হয় প্রতিষ্ঠানের। সেই দায়বদ্ধতা থেকেই সঞ্চয়, ঋণ প্রোডাক্ট ও সামাজিক সেবা প্রকল্প হাতে নিয়ে এই প্রতিষ্ঠান এগিয়ে চলেছে।

বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাবু মার্কুজ গমেজের নেতৃত্বে ২০১৪ সালে আসা ১২ সদস্যের ব্যবস্থাপনা কমিটি দায়িত্বভার গ্রহণের পর সমিতি এর ঐতিহ্যগত ঘরানার সুনির্দিষ্ট কক্ষপথ থেকে বাইরে এসে নানা উদ্ভাবনী প্রোডাক্ট-প্রকল্পসেবা হাতে নেওয়া শুরু করে। বর্তমানে সঞ্চয়, ঋণ ও সামাজিক প্রকল্পসহ মোট ৭৫টি প্রোডাক্ট রয়েছে সমিতির। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সদস্যসহ সেবা দিয়ে যাচ্ছে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য।

তৎকালীন সুদখোর কাবুলিওয়ালাদের শোষনের থাবা থেকে মুক্তিসহ ঐক্য-ভ্রাতৃত্ব-একতার সাথে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী হওয়া ছিল যার উদ্দেশ্য, সেই প্রতিষ্ঠান হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে- বিষয়টি অনেক মানুষের কাছে বিতর্কিত মনে হতেই পারে। তারও একটি পটভূমি আছে। সমিতি তো আর একদিনে এত বড় হয়নি। সাগরের বিন্দু বিন্দু পানির মতো সাগরতুল্য হয়েছে এই সমিতি- সদস্যসংখ্যা ও অর্থের আধিক্যের ভিত্তিতে।

সমিতি ধীরে ধীরে বড় হওয়ার সময় পর্যায়ক্রমে অনেক সৃষ্টিশীল সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মীর আবির্ভাব ঘটেছে এই প্রতিষ্ঠানে। সময় ও পরিস্থিতির তাগিদে ওইসব মানুষের সৃষ্টিশীল চিন্তায়, সহায়তায় ও স্বেচ্ছাশ্রমের কারণেই সমিতিতে গতানুগতিক ঋণ দেওয়া-নেওয়া ঐতিহ্যের বাইরে গিয়ে নতুন নতুন প্রোডাক্ট ও প্রকল্পসেবা আরম্ভ হয়েছে।

মেঘে মেঘে বেলা হয়েছে অনেক। বিন্দু বিন্দু জল একীভূত হয়ে যেমন সিন্দু সৃষ্টি হয়, সৃষ্টি হয় সাগর-মহাসাগর; এই প্রতিষ্ঠানের অবস্থাটাও তা-ই হয়েছে। হাজার হাজার মানুষের সম্মিলনে, তাদের অর্থলগ্নী, সৃষ্টিশীল উদ্যোগ ও স্বেচ্ছাশ্রম মিলে মহীরুহ একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে ঢাকা ক্রেডিট সমিতি। বিষয়টি মূলত সাধারণ সদস্যদের সাথে কর্মকর্তা, কর্মী ও উপদেষ্টাদের সমন্বিত প্রচেষ্টারই ফসল।

হঠাৎ করেই কিন্তু এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। নানা সঞ্চয়ী ও ঋণ প্রোডাক্ট সফলভাবে পরিচালনার পরেই এই বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে যে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন চলছে তার মধ্যে সমবায় বাজার, সিকিউরিটি প্রকল্প, কালচারাল একাডেমি, ইংরেজি শিক্ষা ও আইইএলটিএস, অস্বচ্ছল অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য খন্ডকালীন কাজ করে আয়ের ছাত্র প্রকল্প, ক্রেডিট ইউনিয়ন স্কুল, নারী শিক্ষার্থীদের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ, হস্তশিল্প, চাইনিজ রান্না প্রশিক্ষণ, মাসিক প্রকাশনা 'সমবার্তা', অনলাইন পোর্টাল ডিসিনিউজ, অনলাইন নেটওয়ার্ক ডিসিটিভি, স্বাস্থ্যনিরাপত্তা স্কীম, এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস, শরীরচর্চার জিম, ছাত্রী হোস্টেল, চাইল্ড কেয়ার এন্ড এডুকেশন সেন্টার এবং নানা ডকুমেন্ট সংরক্ষণের জন্য ঢাকা ক্রেডিট আর্কাইভ, ইত্যাদি।

নতুন কিছু প্রবর্তনের যে চ্যালেঞ্জ থাকে তার একটি নমুনা এরকম। আশির দশকে জন পি. কস্তা নামে একজন সদস্য ঢাকা ক্রেডিট সমিতিতে ম্যানেজার ছিলেন। তিনি সমিতিতে সঞ্চয়ী হিসাবের প্রবর্তন করতে চেয়ে প্রচন্ড বিরোধিতার সন্মুখীন হন। পরে তিনি গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার রাঙ্গামাটিয়া

খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নে এই সঞ্চয়ী হিসাবের প্রবর্তন করতে পেরেছিলেন। এতে সমিতিতে শেয়ার জমা ও ঋণ নেওয়ার পাশাপাশি ব্যাংকের মতো সেবা নেওয়ারও সুযোগ সৃষ্টি হলো। সেই সেবা দিনে দিনে অনেক জনপ্রিয় হয়ে উঠল। আজও সেই সেবা বহাল আছে। ঢাকা ক্রেডিটেও এই সেবার প্রচলন হয়েছে। তাই কোনো একজন ব্যক্তিকে বা সমষ্টিকে সাহসের সাথে কোনো উদ্যোগ নিতে হয়। হাসপাতাল প্রকল্পটি বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির ঠিক তেমনি একটি সাহসী পদক্ষেপ।

২০১৮ সালের ৩১ অক্টোবরে সমিতির সিইও লিন্টু খৃষ্টফার গমেজ চাকরির ৩০ বছর পূর্ণ করলেন। তাঁর বিদায়ী সংবর্ধনার অনুষ্ঠানে নতুনভাবে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের বার্তাও শুনাল কর্তৃপক্ষ। সেই আনুষ্ঠানিকতায় কিছু কথা শুনেছিলাম তাঁর নিজের মুখ থেকে। ত্রিশ বছর আগে লিন্টু খৃষ্টফার যখন সমিতিতে নিয়োগ পেয়েছিলেন, তখন সমিতির সম্পদ-পরিসম্পদের পরিমান ছিল ২ কোটি ৫০ লাখ টাকা। তিনি তখন কল্পনা করেননি ৩০ বছর পরে এই সমিতির সম্পদ-পরিসম্পদের পরিমাণ হবে সাড়ে ৬ শ কোটি টাকার বেশি। বিষয়টি এভাবেই পরিবর্তন হয়। বর্তমান অবস্থানে থেকে ভবিষ্যতের অনেককিছুই আমরা আন্দাজ করতে পারি না। এখন আমরা যে বিষয়কে কল্পকাহিনির মতো মনে করি, আগামীতে তা হয়ে যেতে পারে বাস্তব।

দেশের উত্তরবঙ্গের সাথে বৃহত্তম বন্দর নগরী চট্টগ্রামের সংযোগ সড়কের পাশে গাজীপুরের কুচিলাবাড়ির জোড়া পাম্পের কাছে ঢাকা ক্রেডিটের নিজস্ব ২৪৭.৫০ শতাংশ জায়গায় একটি রিসোর্ট নির্মাণ করেছে। দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কর্মী-কর্মকর্তারা ভাড়া নিয়ে তাদের সভা-কনফারেন্স করে যাচ্ছে। নিয়মিত হচ্ছে সমিতির নানা অনুষ্ঠান। রিসোর্ট উন্নয়নের অংশ হিসেবে তার বর্ধিত নির্মাণ কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে চলছে। চলমান অবকাঠামোর সাথে তৈরি হতে যাচ্ছে বহুতল ভবন যেখানে থাকবে সমিতির আর্কাইভ, বিভিন্ন প্রশিক্ষণে আসা ৩০০-৪০০ অংশগ্রহণকারীর রাত্রিযাপনের সুবিধা, ছোট-বড় আকারের মিটিং ও কনফারেন্স করার হলরুম। সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক আনুষ্ঠানিকভাবে এর ভিত্তিপ্রস্তর ফলক উন্মোচন করেন। এ ছাড়াও রিসোর্টের ক্যাম্পাসে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে সুইমিংপুল ও শিশুসহ বৃদ্ধদের নির্মল বিনোদনের নানা সুবিধা।

গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানার মঠবাড়ীতে চলমান রিসোর্টের সন্নিকটেই সমিতির প্রায় ২৫ বিঘা জমিতে ঢাকা ক্রেডিটের মেগা প্রকল্প তিন শ শয্যাবিশিষ্ট 'ডিভাইন মার্সি জেনারেল হাসপাতাল'এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলো। ২০১৯ সালের ২৭ এপ্রিল বাংলাদেশে সমবায়ের সবচেয়ে বড় প্রকল্পের (হাসপাতাল) সূচনা হলো ঢাকা ক্রেডিট সমিতির মাধ্যমে।

গাজীপুর-৫ আসনের এমপি মেহের আফরোজ চুমকী এক আলোচনা সভার পর প্রধান অতিথি হিসেবে হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর ফলক উন্মোচন করেন। সঙ্গে ছিলেন ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট বাবু মার্কুজ গমেজসহ সমিতির সকল কর্মকর্তা ও দেশ-বিদেশের আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট বাবু মার্কুজ গমেজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভাতিকানের রাষ্ট্রদূত আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী এবং ঢাকার আর্চবিশপ কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি।

সাংসদ মেহের আফরোজ চুমকী এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, 'খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষ চিকিৎসা সেবায় দৃষ্টান্তমূলক অবদান রাখছে, তা আমার বাবার কাছ থেকে শুনেছি এবং আজ আমি নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করছি।'

সমিতির একজন উর্ধ্বতন কর্মীর সাথে আলাপে আরো আশার বার্তা শোনা গেল। তার মতে, হাসপাতালসহ নানা প্রকল্পের অনেক সম্ভাবনা আছে। বর্তমানে পাঁচ শতাধিক কর্মী সমিতির প্রধান কার্যালয়সহ ১১টি সেবাসেন্টারে কর্মরত। হাসপাতাল প্রকল্প শুরু হলে হাসপাতাল কমপ্লেক্সেই কমপক্ষে ৯০০ মানুষের কর্মসংস্থান হবে। প্রকল্প না করলে অনেকের চাকরি হবে না; কোনো সম্ভাবনাও থাকবে না। আর বৃহৎ প্রকল্প মানেই ঝুঁকি। তবে বুঝেশুনে সেই ঝুঁকি নিতে পারলে সফলতার মুখ দেখা মাত্র সময়ের ব্যাপার।

ঢাকা ক্রেডিটের সাথে অতীতে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন এমন গুটিকতক ব্যক্তির মানসিকতা অতীতের আদলে থাকার কারণে সমিতির বর্তমানের নানা উদ্ভাবনী পরিবর্তনের বিষয়টিকে গ্রহণ করতে পারছেন না তারা। তারা নানাভাবে সমিতির ঐতিহ্যগত নিয়মের বাইরে গেলেই হতচকিত হয়ে পড়েন। তাদের মনে হতে থাকে এই বুঝি সমিতির ভরাডুবি হয়ে গেল। বর্তমান নতুন প্রজন্মের নেতৃত্বকে ব্যঙ্গ করতে থাকেন তাঁরা, বোধ করি ঈর্ষা হয় তাঁদের।

প্রাচীনকালের ধর্মভিত্তিক মৌলবাদীদের সাথে এসব মানুষের কিছু মিল পাওয়া যায়। মহাকাশ বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর আবিষ্কারের কারণে তৎকালীন মৌলবাদীরা তাঁকে ধর্মনিন্দার অপবাদ দেওয়াসহ নির্যাতন করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর আবিষ্কারই সত্যি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মূলত ২০০৫ সাল থেকে নতুন প্রগতিশীল নবীন নেতৃত্ব ঢাকা ক্রেডিট সমিতিতে আসতে শুরু করে। এর মাঝেও একবার পুরাতন নেতৃত্বের ঢেউ আসলেও নতুন নেতৃত্বের তারুন্যের তোড়ে টিকে থাকতে পারেনি। নতুনের আগমনকে মেনে নিতে সবসময়ই পুরাতনদের অনেক ব্যাথা।

তবে জরাজীর্ণতাকে নিয়ে নতুন নেতৃত্ব অতটা অধৈর্য নয়। তা ইতিমধ্যেই প্রমানিত হয়েছে। বাধভাঙা জোয়ারে প্রতিবারই ভেসে গেছে অতীতের যতসব অচল মৌলবাদ, অন্ধত্ব ও জীর্ণতা। সূর্যের প্রথম আলোর কিরণ দেখতে চাইলে অতি ভোরে উঠে সূর্যিমামার উদয়ের পথের দিকে ধৈর্য ধরে অধীর আগ্রহে চেয়ে থাকতে হয়, যা নতুনদের আছে। কিন্তু অনেক পুরাতন নবীন প্রগতিশীল নবীনেদের সাথে বিজয়ের ঝান্ডা নিয়ে এগিয়ে যেতেও দেখা যায়। তাঁদের প্রশংসা না করে পারা যায় না। চির যৌবন তাঁদের মননে, চিন্তা-চেতনায় ও স্বপ্নে। ঢাকা ক্রেডিটের বয়স্ক উপদেষ্টাদের সমিতির নানা আয়োজনে দেখা যায় তাদের দীপ্ত পদচারণা। খুড়িয়ে হলেও এসে হাজির হন সভাস্থলে, উদ্দীপ্ত ও তপ্ত ভাষণের মাধ্যমে অনুপ্রণিত করেন সমিতির নবীন পরিচালক ও কর্মকর্তাদের।

ঢাকা ক্রেডিট সমিতি বাংলাদেশের সকল সমিতির মুরুব্বি সমিতির আসনে আসীন। এই সমিতি যে কর্মযজ্ঞ করে চলেছে, দেশের অন্যান্য অনেক সমিতি এরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছে। তাই চিরসবুজ পৃথিবী নামক এই গ্রহকে নতুন কিছু উপহার দিতে এই সমিতির নবীন নেতৃত্বের কার্পণ্য নেই, জুড়িও নেই। আকাশযানের প্রপেলারের মতো সামনের দিকে ধাবিত করে নিয়ে যাচ্ছে অনেক উচ্চমানের চিন্তা-চেতনাকে, পৌঁছে দিতে অনাগত প্রজন্মকে আকাশছোঁয়া উচ্চতার গন্তব্যে।

সমিতির পক্ষ থেকে পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের 'ডিভাইন মার্সি জেনারেল হাসপাতাল বন্ড' ছাড়া হয়েছে। আগামী দেড় বছরের মধ্যে দেড় লক্ষ বন্ড বিক্রির মাধ্যমে অর্জিত হবে ৭৫ কোটি টাকা। এর মানে কিন্তু এই নয় যে, সমিতির অর্থের ঘাটতি রয়েছে। বন্ড বিক্রির অন্তর্নিহিত চেতনাটি হলো সাধারণ সদস্যরা যেন এই নির্মানাধীন হাসপাতালে মালিকানাবোধ অনুভব করতে পারেন, তারই একটি কর্মকৌশলগত পদক্ষেপ মাত্র।

এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ ঢাকার আসাদগেটে বাংলাদেশ খ্রিষ্টমন্ডলীর জমিতে নেওয়া হলেও নানা প্রতিকূলতার কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সমাজে তো নেতিবাচক

মানসিকতার মানুষের অভাব নেই। অন্যদিকে ওই স্থানে এমন বৃহৎ অবকাঠামো নির্মাণে সরকারের কিছু মানদন্ড অন্তরায় হিসেব দেখা দেয়। সবকিছুর বিবেচনায় অবশেষে স্থির হলো হাসপাতালটি নির্মিত হবে ঢাকা ক্রেডিট সমিতির নিজস্ব জমিতে, গাজীপুরের মঠবাড়ীতে। ডিভাইন মার্সি মূলত একটি ইংরেজি নাম, যার বাংলা অনুবাদ 'ঐশ করুণা'। সত্যিকার অর্থে এমন একটি উদ্যোগকে বাস্তবায়ন ঐশ করুণা ছাড়া আর কিছুই নয়, বিধাতার বিশেষ করুণার দান। তাই তো বাংলাদেশের সর্বোচ্চ কাথলিক ধর্মীয় নেতা আর্চবিশপ কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি নিজেই এর নাম রাখলেন ঐশ করুণার হাসপাতাল।

১৯৭১ সালে দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য যারা প্রাণ দিয়েছিলেন, তারা নিরীহ মানুষ, দেশ প্রেমিক, মুক্তিযোদ্ধা ও বুদ্ধিজীবী। সুনির্দিষ্টভাবে পাকিস্তানিরা যাদের খুঁজে খুঁজে হত্যা করেছিল তারা হলেন এ দেশের বুদ্ধিজীবী। যারা গেরিলাযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছিলেন, তারা যুবক মুক্তিযোদ্ধা। যারা মুক্তিযোদ্ধাদের মানসিক শক্তি জোগাতে সাহায্য করেছেন, তারা সুরকার ও গীতিকার। রেডিওতে গান গেয়ে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের করেছেন উজ্জীবিত, মুক্তির নেশায় সংগ্রামী করেছেন। তাই তো তারা (মুক্তিযোদ্ধারা) উপহার দিয়েছেন আমাদের একটি স্বাধীন দেশ, যেখানে আমারা প্রাণভরে নিশ্বাস নিতে পারি, বাংলায় কথা বলতে পারি, মুক্ত চিন্তাচেতনার ধারক হতে পারি।

দেশ স্বাধীনের পর মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র জমা দিলেও জমা দেয়নি তাদের প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণের শিক্ষা নানাভাবেই তাদের সামনে এগিয়ে যেতে করেছে উৎসাহিত। জাতির কাছে তারা চির সম্মানের। তাদেরই যারা বেঁচে আছেন, অনেক স্মৃতি তাদের তাড়িত করে বিজয়ের মাসে। দেশ স্বাধীন হলো। মেধাহীন হলো এই ভূ-খন্ড। তাইতো জাতীয়ভাবে হোঁচট খেতে হয়েছে আমদের, নিষ্পেষিত হয়েছি আমরা দরিদ্রতায়। কিন্তু জাতির পিতা তথা দেশপ্রেমিকদের জাতীয় কৌশলগত কর্মপরিকল্পনার সৌজন্যে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

দেশের আপামর মূল স্রোতধারার সাথে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব যোগ হয়ে তৈরি হয়েছে মেধাবী ব্যক্তিত্বের। তারা যদি সমাজের সার্বিকভাবে উন্নয়নে অবদান রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেন, তবে কি তারা মহৎ কাজ করছেন না? এই মহতী উদ্যোগের কারণেই কিছু দৈহিকভাবে প্রবীণ কিন্তু মানসে নবীণ মানুষেরা প্রগতিশীল উদ্যোগকে স্বাগত জানান। তাদেরই একজন সাইমন গমেজ, বয়স বোধ করি আশির উর্ধ্বে। ঢাকা ক্রেডিটের দ্বারা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে কেন্দ্র করে সমিতির কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বলেন, 'তোমরা এগিয়ে যাও, আমরা সঙ্গে আছি। আমার সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় আমি বলতে পারি, এই হাসপাতাল স্বপ্নের প্রকল্প, এখন এটা বাস্তবায়ন হবেই। মন্ডলীর হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল হাতছাড়া হলেও এখন সমিতির মাধ্যমে সাধারণ মানুষ সেই ধরনের প্রতিষ্ঠান নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে।' গমেজ শরীরের শক্তি বাহুতে প্রদর্শন করে বলেন, মন্ডলীসহ সকল শক্তিশালী প্রতিষ্ঠাগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা তারই ইঙ্গিত করে। তিনি আরো বলেন, যুবসমাজও এই প্রক্রিয়াকে সমর্থন করছে। সমবায় অধিদপ্তরসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট সেক্টরও পূর্ণ সহযোগিতা করে যাচ্ছে। তাই এই প্রকল্প বাস্তবায়ন না হওয়ার কোনো কারণ নেই। মনে হয় যেন সমিতির ৪০ হাজার সদস্য লক্ষ লক্ষ পীড়িত মানুষের সেবার এক মহৎ অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। সমিতির সাহসী-চৌকস প্রেসিডেন্ট বাবু মার্কুজ গমেজের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এই মহাকর্মযজ্ঞ।

হঠাৎ করেই কিন্তু এই ৩০০ শয্যার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। নানা সঞ্চয়ী ও ঋণ প্রোডাক্টগুলো পরিচালনাসহ বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতার পরই অভিজ্ঞতার আলোকে এই বৃহৎ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি প্রতিষ্ঠা করা হবে মেডিকেল কলেজ, নার্সিং কলেজ ও নার্সিং হোম। দেশে-বিদেশে বিভিন্ন স্বনামধন্য হাসপাতালে সিইও ও পরামর্শক হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতার আলোকে অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল জন গমেজ, যিনি ফিলিপাইনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করেন, তিনি এই হাসপাতালের সিইও হিসেবে সকল প্রকার সহায়তা দিয়ে এই মহাকর্মযজ্ঞকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য গঠন করা হয়েছে ১৪ সদস্যবিশিষ্ট হাসপাতাল কমিটি। সরকারের সমবায় অধিদপ্তরের অধীন ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়ের (অডিট, আইন, সমিতি) উপনিবন্ধক নূর-ই-জান্নাত ও তেজগাঁও মেট্রোপলিটান থানা সমবায় অফিসার তাসলিমা আক্তার এই কমিটির সদস্য হিসেবে থেকে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার নানা প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত দিতে সক্রিয় সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছেন।

সমবায় অধিদপ্তরের সাথে নানাভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন গাজীপুর জেলার সরকারি প্রশাসনিক ব্যবস্থা। ঢাকা ক্রেডিটের অফিসিয়াল, কর্মকর্তা ও হাসপাতাল কমিটির সদস্যগণ সাক্ষাৎ করেন স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়ের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক আব্দুল মজিদ, গাজীপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আখতারুজ্জামান, জেলার সিভিল সার্জন ডা: সৈয়দ মো: মনজুরুল হক, গাজীপুর জেলার জেলা প্রশাসক ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীরসহ নানা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে। তাঁরা সবাই সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত থেকে এই উদ্যোগকে আকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছে।

ঢাকা ক্রেডিটের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ পরিদর্শন করেছেন একাধিক হাসপাতাল। তাঁরা ভারতের বিখ্যাত 'ফাদার মুলার চ্যারিটেবল ইনস্টিটিউশন' পরিদর্শন করেছেন। গত ১ মার্চ ফাদার মুলার হাসপাতালের চারজন কর্মকর্তা ডিভাইন মার্সি হাসপাতালের সাইট পরিদর্শন করেন এবং একই দিনে সন্ধ্যায় সমিতির প্রধান কার্যালয়ে ডিভাইন মার্সি জেনারেল হাসপাতালের সাথে ফাদার মুলার চ্যারিটেবল ইনস্টিটিউশনের যৌথ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে ফাদার মুলার চ্যারিটেবল ইনস্টিটিউশন স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে ঢাকা ক্রেডিটের ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় নানা টেকনিক্যাল সাপোর্টসহ হাসপাতালের মানবসম্পদ উন্নয়নসহ হাসপাতালের ইক্যুইপমেন্ট ব্যবস্থাপনার কাজে সহায়তা করবে। এ ছাড়াও প্রারম্ভিকভাবে হাসপাতালের অবকাঠামোয় বিভিন্ন বিভাগ গঠন-প্রক্রিয়াকালীন সহযোগিতা দান করবে।

২০১৯ সালের ২৭ এপ্রিল হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর ফলক উন্মোচনের আনুষ্ঠানিকতার সময়ও ফাদার মুলার চ্যারিটেবল ইনস্টিটিউশনের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে সমিতিকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন।

চার্চের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে ভাতিকানের রাষ্ট্রদূত জর্জ কোচেরীসহ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি হাসপাতাল তৈরিতে নানাভাবে সমর্থন ও সক্রিয় সহয়োগিতা করে চলেছেন। অন্যদিকে সমাজের বিশিষ্ট ও পেশাগত ব্যক্তিগণ সর্বদা ঢাকা ক্রেডিটের সঙ্গে থেকে এই ঐতিহাসিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াতে দ্বিধাহীনভাবে সমর্থন দিয়ে সমিতিকে সহযোগিতা দিয়ে চলেছেন।

সমিতির প্রেসিডেন্ট বাবু মার্কুজ গমেজ বলেন, এই হাসপাতালটি নিতান্তই কমার্শিয়াল প্রতিষ্ঠান নয়, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানবসেবাই হবে এর প্রধান লক্ষ্য। মানবসেবায় খ্রিষ্টানদের যে সুনাম ও ঐতিহ্য আছে, এই হাসপাতালের মাধ্যমে তারই প্রকাশ ঘটবে বলে জোর দেন প্রেসিডেন্ট গমেজ।

রাফায়েল পালমা : সমবায়ী ও সংবাদকর্মী